# বাড়ীর কথা

মোঃ আবদুল খালেক

মাটির বুকে হালট কেটে বাঁধল আমায় বাড়ী,
চাঁদের বাতি জ্বালিয়ে রেখে জীবন দিলাম পাড়ি।
বাঁশের ছায়া ঘাসের মায়া বিছায়ে বাড়ীর বাগে,
চৌচালা ঘর টিনের চালে দক্ষিনা বাতাস লাগে।
নতুন বধু ঝড়িয়ে মধু আলতা চরন পায়,
সারা বাড়ী খুশীর নাচন 'হয়লা' গানের সায়।
পুকুর ভেসে জোয়ার আসে বঁধুর কপাল ভরে
আইলি তোরা চাঁদ বদনী মেঘের ভেলায় চড়ে।
সাতটি কুঁড়ি রঙিন ঝুড়ি সাজিয়ে বাউলা গানে,
কাচারী আর পুকুর পাড়ে নাচিয়ে সবার প্রাণে।
খাজুর মিঠা রসের পিঠা খাওয়া শেষের বেলা,
পাকের ঘরে বস্ত কত বসতবাটির মেলা।

পায়ের ভারে উঠত কেঁপে আমার বুকের মাটি,
আজকে তোরা কোথায় গেলি মায়ার বাঁধন কাটি।
পাঁচ মিশালী ফলের শোভা থোকায় থোকায় ধরে,
খোঁজ রাখেনা কেউযে তাদের কোথায় ঝরে পড়ে।
কেউবা চলে পরের বাড়ী মায়ার বাঁধন টুটে,
যাবার বেলা মাতম যত আমার হৃদয় লুটে।
পরের ঘরে শোভা হল আমার ঘরের মানিক,
দুঃখের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে বাড়ীর চারি দিক।
তুইযে গেলি দেশ বিদেশে চাকুরী না হয় পড়া,
খাঁ খাঁ করে বুকের মাঝার ভিজায়ে দারুন খড়া।
চরণ ধুলা রাখ্ছি ধরে আমার প্রাণের মালা,
ওই টুকুতো শান্তনা মোর সকল ব্যথার জ্বালা।
সব হারানোর সাক্ষী আমি ভাসছি চোখের জলে,
চলতে নারি চরণ বাঁধা গহীন মাটির তলে।
স্বপ্ন হয়ে যাই যে ছুটে তোদের দেখার ছলে,
মুখের হাসি হারিয়ে ভাসি অঝর চোখের জলে।

তোর্ আসারই কথা শুনে তাকাই পথের পানে,
বাঁধব এবার মায়ার ডোরে কঠিন মন্ত্র বানে।
বকুল গাছে ধরছে মেলা ভোমর মধুর গানে,
বাতাস ভরে সুবাস ছেড়ে নতুন আশার টানে।
তোদের নিয়ে সুখের বাড়ী তোরাই আমার ধন,
চোখের প্রদীপ হয়ে আছ ভুলায়ে দুখের ক্ষণ।
মা'য়ের ছোঁয়ায় হেসে উঠে উঠান বাগান ঘর,
না জানি কোন শোকের বেলায় হয় জানি সে পর।
চলে গেছে বাড়ীর মালিক নীল আকাশের পরে,
বুকের মাঝে ধর্ছি তারে বানিয়ে সুখের ঘরে।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে শেষ বিকেলের সাঝে,
মরন ঘরটি তুলে দিও আমার বুকের মাঝে।
আমি হব সবার মরন তোদের ঘরের বাসে,
অবশেষে সুখের শয়ন, মরন ঘরের পাশে।

আইভরি কোষ্ট
১২. ০৩. ২০০৬
khaleque1633@yahoo.com